এই শতাব্দীর সাপ্তাহিক
২০০০

দেশের শেয়ারবাজারে এখন তেজীভাব। এ কারণে শেয়ারবাজারে প্রতিদিনই বাড়ছে ক্রেতা-বিক্রেতা। মধ্যবিত্ত আবারও তার পুঁজি শেয়ারবাজারে বিনিয়োগ করতে আসছে। অথচ অজানা ভয় তাদের তাড়িত করছে। শেয়ারবাজারে আবারও বিপর্যয় ঘটবে না তো?

এক বছর আগে ২০০৩ সালের ১৭ ডিসেম্বর ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জের সাধারণ মূল্যসূচক ছিল ৯২৬ দশমিক ৯৮ পয়েন্ট। গত ১৮ ডিসেম্বর ২০০৪ তারিখে ডিএসই মূল্যসূচক হয়েছে ১ হাজার ৯৭০ দশমিক ২৪ পয়েন্ট। এক বছরের ব্যবধানে দেশের প্রধান শেয়ারবাজারের মূল্যসূচক বেড়েছে ১ হাজার ৫৪ পয়েন্ট। তবে মূল্যসূচকই শুধু বাড়েনি, লেনদেনের পরিমাণও বেড়েছে ৫ গুণ। এক বছর আগে ২০০৩ সালের ১৭ ডিসেম্বর লেনদেন হয়েছিল ১০ কোটি ৭ লাখ ৬১ হাজার টাকার। ২০০৪ সালের ডিসেম্বরে তা বেড়ে হয় ৫৪ কোটি ৯৬ লাখ ৫৭ হাজার টাকা। এর অর্থ, অনেক বেশি শেয়ার প্রতিদিন কেনাবেচা হচ্ছে, অনেক বেশি ক্রেতা-বিক্রেতা ও বিনিয়োগকারী বাজারে সক্রিয় রয়েছে। মোট হাওলার পরিমাণেও এই পরিবর্তন দেখা যায়। এক বছর আগে হাওলার পরিমাণ ছিল ৭ হাজার। এখন তা বেড়ে ১৯ হাজার ছাড়িয়ে গেছে। আর বর্তমান সময়ে প্রায় ২৫টির বেশি কোম্পানির শেয়ারের দাম ১৯৯৬ সালের বাজারদরকে ছাড়িয়ে গেছে।

বন্দরনগরী চট্টগ্রামের শেয়ারবাজারেও মূল্যসূচক বেড়েছে প্রায় ২ হাজার পয়েন্ট। এক বছর আগে ১৭ ডিসেম্বর সিএসইর মূল্যসূচক ছিল ১ হাজার ৬২০ দশমিক ৪৪ পয়েন্ট। ২০০৪ সালের ১৮ ডিসেম্বর তা বেড়ে দাঁড়ায় ৩ হাজার ৫৮৯ পয়েন্ট। লেনদেনেও প্রায় তিনগুণ পরিবর্তন আসে। এক বছর আগে লেনদেন ছিল ৪ কোটি ৮১ লাখ ৮৪ হাজার। এখন তা ১৩ কোটি ছাড়িয়ে গেছে।

হঠাৎ করে শেয়ার ব্যবসা কেন চাঙ্গা হলো? এ প্রশ্ন ঘুরছে বিভিন্ন মহলে। প্রশ্ন দেখা দিয়েছে '৯৭ সালের শেয়ার কেলেঙ্কারির হোতারা কি এখনও সক্রিয়। কারণ আজ পর্যন্ত তাদের বিচার হয়নি। তবে শেয়ারবাজার চাঙ্গা হবার পেছনে ইতিবাচক কিছু দিক কাজ করছে বলে বিশেষজ্ঞরা মনে করছেন। সরকার শেয়ারবাজারে জুয়াড়িদের দৌরাত্ম্য মোকাবেলার কিছু পদক্ষেপ নিয়েছে। এছাড়া মধ্যবিত্তের সঞ্চয়ের প্রধান মাধ্যম ব্যাংক ও বীমায় সুদ কম পাওয়ায় মানুষ শেয়ারের প্রতি আগ্রহী হয়ে উঠছে। একটু বেশি মুনাফার আসায় অনেকেই শেয়ারবাজারে ছুটছে। শেয়ারবাজারে ঝুঁকি রয়েছে। রয়েছে জুয়াড়িদেরও তৎপরতা। এ কারণে শেয়ারবাজারে বিনিয়োগের আগে ভালোভাবে শেয়ার ব্যবসা বুঝে নেয়া প্রয়োজন। বুঝতে হবে শেয়ার ব্যবসার কৌশল। তাহলে আপনি লাভবান হতে পারেন। খুলে যেতে পারে বাড়তি আয়ের পথ।

প্রচ্ছদের ছবি : **তুহিন হোসেন** মডেল : **বনা**

সম্পাদক
শাহাদত চৌধুরী

নির্বাহী সম্পাদক
গোলাম মোর্তোজা

প্রতিবেদক
জয়ন্ত আচার্য
সাইফুল হাসান, বদরুদ্দোজা বাবু
সহযোগী প্রতিবেদক
বদরুল আলম নাবিল
আসাদুর রহমান, রুহুল তাপস

কার্টুন
রফিকুন নবী

প্রধান আলোকচিত্রী
তুহিন হোসেন
আলোকচিত্রী
আনোয়ার মজুমদার

নিয়মিত লেখক
আসজাদুল কিবরিয়া, জুটন চৌধুরী
ফাহিম হুসাইন, হাসান মূর্তাজা
নোমান মোহাম্মদ, জব্বার হোসেন

চট্টগ্রাম প্রতিনিধি
সুমি খান
যশোর প্রতিনিধি
মামুন রহমান
সিলেট প্রতিনিধি
নিজামুল হক বিপুল
কানাডা প্রতিনিধি
জসিম মল্লিক
হলিউড প্রতিনিধি
মুনাওয়ার হুসাইন পিয়াল
নিউইয়র্ক প্রতিনিধি
আকবর হায়দার কিরণ
ওয়াশিংটন প্রতিনিধি
নাসিম আহমেদ
যুক্তরাজ্য প্রতিনিধি
শাহরিয়ার ইকবাল রাজ

কম্পিউটার গ্রাফিক্স প্রধান
নূরুল কবীর
শিল্প নির্দেশক
কনক আদিত্য
প্রদায়ক আলোকচিত্রী
এ এল অপূর্ব

জেনারেল ম্যানেজার
শামসুল আলম

যোগাযোগ
৯৬-৯৭ নিউ ইস্কাটন, ঢাকা-১০০০
পিএবিএক্স ঃ **৯৩৫০৯৫১ - ৩**
সার্কুলেশন/বিজ্ঞাপন ঃ **৯৩৪৯৪৫৯**
ফ্যাক্স ঃ **৯৩৫০৯৫৪**
চট্টগ্রাম অফিস : ১৪/ক, এসি দত্ত লেন, পাথরঘাটা, চট্টগ্রাম ৪০০০
ই-মেইল ঃ s2000@dbn-bd.net
info@shaptahik2000.com

দাম ঃ ১৫ টাকা

মিডিয়াওয়ার্ল্ড লিমিটেড
৫২ মতিঝিল বা/এ, ঢাকা-১০০০-এর পক্ষে **মাহফুজ আনাম** কর্তৃক প্রকাশিত ও **ট্রান্সক্রাফট লিঃ**, ২২৯ তেজগাঁও শিল্প এলাকা, ঢাকা-১২০৮ থেকে মুদ্রিত।

www.shaptahik2000.com